● দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

32

কয়েকটি দল সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য ছাত্রদের উস্কানি দিচ্ছে

—এরশাদ

ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিসহ মহানগরীর বিভিন্ন কলেজের ছাত্র নেতৃবৃন্দ গতকাল রাষ্ট্রপতি এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর আদর্শ ও রাজনীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করেন।

বাসস জানায় ঃ ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, তিতুমীর কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, টিএন্ডটি, কলেজ এবং হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং ছাত্র সংসদের অন্যান্য সদস্য।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে বিরোধী দলগুলোর নৈরাজ্য ও ধ্বংসের রাজনীতির নিন্দা করেন।

তারা বর্তমান সরকারের শান্তি, অগ্রগতি ও সুস্থিতির রাজনীতির প্রতি তাদের অব্যাহত সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে চলতি নৈরাজ্যকে প্রতিহত এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদের হাতকে শক্তিশালী

শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

কয়েকটি দল সম্পত্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর।

করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ছাত্রদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, বর্তমানে দেশেযা ঘটছে তাকে সঠিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলা যায় না। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে, কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল অর্থনৈতিকে ধ্বংস এবং জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পত্তি ধ্বংসের জন্যে ছাত্রদের উস্কানি দিচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বলেন, তাঁর সরকার সব সময়ই শান্তি ও অগ্রগতি চায়। তিনি উল্লেখ করেন, কয়েকটি বিরোধী দল এমন ধরনের রাজনীতিতে লিপ্ত রয়েছে যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকদের মোটর গাড়িও অন্যান্য যানবাহনই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না। বরং কেয়ার-এর মত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, এমনকি জাপানী দূতাবাসের গাড়ি ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, কেয়ারের মত সংস্থাগুলোর যানবাহন পোড়ানোর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগণকে বঞ্চিত করা। 'কেয়ার' গরীবদের বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, দেশকে অচল করে দেয়ার পেছনে এখন বিদেশী ষড়যন্ত্র কাজ করছে। বাংলাদেশ সৌদী আরবে সৈন্য পাঠানোর পর থেকে এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধ্বংসাত্মক কাজে একদল ছাত্র লিপ্ত থাকলেও অপরাধী ও গুন্ডারা নিজদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে পরিস্থিতিকে কাজে লাগাচ্ছে। তিনি এ ধরনের রাজনীতির প্রবণতা প্রতিহত করার জন্যে ছাত্রদের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, দেশে যা চলছে তা রাজনীতি নয়। রাজনৈতিক তৎপরতা ভিন্ন এবং এজন্যে বিরোধী দলগুলো সাংবিধানিক পথের জন্যে চাপ দিতে পারে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রপতি বলেন, কষ্টার্জিত সংবিধানের অবমাননা মেনে নেয়া হবে না।

তিনি উল্লেখ করেন, নৈরাজ্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মহিলারা রাস্তায় বের হতে ভয় পাচ্ছে এবং শিশুরা নিরাপদে স্কুলে যেতে পারছে না। এমনকি শিক্ষক ও সরকারী চাকুরেরা উচ্ছৃংখল ব্যক্তিদের মাধ্যমে আক্রান্ত হচ্ছে। দেশকে অচল করে দেয়ার জন্যেই এসব তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ, রাষ্ট্রপতির বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা উপদেষ্টা মনসুর আলী সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রনেতা আলমগীর শিকদার লোটন, তিতুমীর কলেজের আনোয়ার হোসেন, টিন্ডটি কলেজের আজহারুল ইসলাম এবং হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্রনেতা শাহাদৎ হোসেনও বক্তৃতা করেন।